‘অন্ধকার যুগ’ আর এক অদ্ভুত আলো

দিব্যেন্দু ঘোষাল

গুজন ছিল তিনি নাকি স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, মরক্কোর অচল কারাউনি বিশ্ববিদ্যলয়ে তিনি নাকি গুপ্ত জ্যোতিষ ও জাদুবিদ্যার পাঠ নিয়েছেন। স্পেনের কোনও আরব দার্শনিকের কাছ থেকে তিনি নাকি গুপ্তমহাগ্রন্থ আত্মসাৎ করেছেন এবং তার দ্বারাই তৈরি করে ফেলেছেন এক কথা বলা করোটি’ যেটি কিনা সত্য মিথ্যা বিচার করে। ‘মেরিড়িয়ানা’ নামে এক অপদেবীকেও তিনি নাকি বশ করেছেন।

হ্যাঁ এই পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টারের জন্ম ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে — মধ্য ফ্রান্সের সাঁ গ্রামে। জন্মসূত্রে তাঁর নাম গরবার্ট, কৈশোরেই তিনি অরিল্যাকের সেন্ট জেরাল্ড মঠে প্রবেশ করেন এবং সন্ন্যাসীর জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকেন। এই সময় বার্সিলোনার কাউন্ট দ্বিতীয় বোরেল এর সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনিই তাঁকে স্পেনে গনিতশিক্ষার জন্য নিয়ে যান। বার্সিলোনার উত্তরে ভিক্ মানাস্টারির বিশপ অটোর কাছে শিক্ষা শুরু হয় গরবার্টের, স্পেনের একটা বড় অংশই তখন ইসলামে প্রভাবিত। কডোরায় সে সময় আরব বিদ্যাচর্চার স্বর্ণযুগ। দৌত্যসূত্রে অটো এবং গারবার্ট করডোরা পৌঁছে আরবীয় স্থাপত্য এবং বিদ্যাচর্চার পরিচয় পেয়ে বিস্থিত হন। গণিত এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের যেপাঠ সেখানকার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দিত, তার সাথে ইউরোপের অন্যান্য দেশের কোনও সাদৃশ্য ছিলনা। আরবী ‘সংখ্যা’ গারবার্টের তরুণ হৃদয়ে তীব্র আগ্রহের জন্ম দেয়— এক নতুন তরুণ নাকি রাত্রে মঠ থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে আবর শিক্ষকদের কাছে যেতেন হিন্দু ও আরব সংখ্যাবিদ্যা আয়ত্ত করতে।

কাউন্ট দ্বিতীয় বোরেলের সূত্রেই গারবার্টের সাথে পরিচয় ঘটে প্রবল প্রচণ্ড পরাক্রান্ত হোলি রোমান সম্প্রাট অটো দ্য গ্রেট এর। সম্রাট তাঁকে তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। কিন্তু গারবার্টের লক্ষ্য ছিল সেইসব বিদ্যাকে আয়ত্ত করা যেগুলো আজ আমরা ‘বিজ্ঞান’ বলে জানি। বহু ঘটনার অদ্ভুত চক্রে আবর্তিত হতে হতে গারবার্ট অবশেষে ‘পোপ’ হিসেবে অভিষিক্ত হন এবং ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠান করেন। পোপ হিসেবে তাঁর নতুন নামকরণ হয় — ‘দ্বিতীয় সিলভেস্টার’।

পরবর্তী সময়ের ‘Papal History’ রচয়িতাগন সিলভেস্টারকে চিহ্নিত করেছেন ‘সয়েন্টিস্ট পোপ’ হিসেবে। কিন্তু লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার এখানেই যে, এই ‘বিজ্ঞানমনস্ক পোপ’ যিনি কিনা হাইড্রলিক প্রেসারে বাজানো যায় এমন অর্গ্যান তৈরি করিয়েছিলেন, অ্যাবাকাস ব্যবহার করে বহু জটিল অঙ্ক নিমেষে কশে ফেলতে পারতেন, এবং যিনি কিনা ‘অর্মিলারি স্ফিয়ার যাকে আকাশ মানচিত্র বলা যায় তার প্রয়োগ ইউরোপে প্রথম ঘটান। তিনিই কিনা ‘Astrology’ এবং ‘Astronomy’ র সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। Narcy Maria Brown তাঁর The story of the pope who brought the light of science to the dark ages’ গ্রন্থে (Published in the year 2010) সেই খটকারই নিরসন করেছেন। এই বিস্তৃত অলেখ্য বা কোপারনিকাস এরও আগে খোদ ভ্যাটিক্যানেই ঘটেছিল ‘মহাজগৎ জিজ্ঞাসার সূত্রপাত অথচ বিশ্বরনে চলে গেলেন এই মহতী মানুষটি — সেকি শুধুমাত্র পোপ বলেই?

সেই যুগে চর্চিত সাতটি Liberal Arts — গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, এবং অলঙ্কারশাস্ত্র — এগুলিকে ঘিরে যে ট্রিভিয়াম এবং কোয়াড্রিভিয়াম পাঠক্রম প্রচলিত ছিল তার মূল রূপরেখাটি তৈরি করে দেন সিলভেস্টার। জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষ (ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যানের শাস্ত্র নয়) তখন মহাজাগৎকথা অনুধাবনের প্রধানতম বিদ্যা। সেখানে History ও Fortaly হাত ধরাধরি করে চলত। যে জ্ঞানজগত আজ লুপ্ত, তাকে ফিরে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ‘জাদু’ নামক আলোছায়ার অন্তরালে স্থগিত থাকা জানতত্ত্বকে এই মূহূর্তে উদ্ধারে ব্রতী পশ্চিমি চর্চা জগতে এই এক উজ্জ্বল সংযোজন, ‘Dark Age’ যে কোনমতেই ‘Dark’ ছিলনা সিলভেস্টারের জীবনেই তার প্রমাণ।

অ্যাবাকাসের জটিল পদ্ধতি আর ক্রশে নিহিত বিশ্বাসের মেলবন্ধন কোন্ সত্যকে জারি রেখেছিল মধ্যযুগের মহাকাশে— তা জানার সময় হয়েছে বইকি।